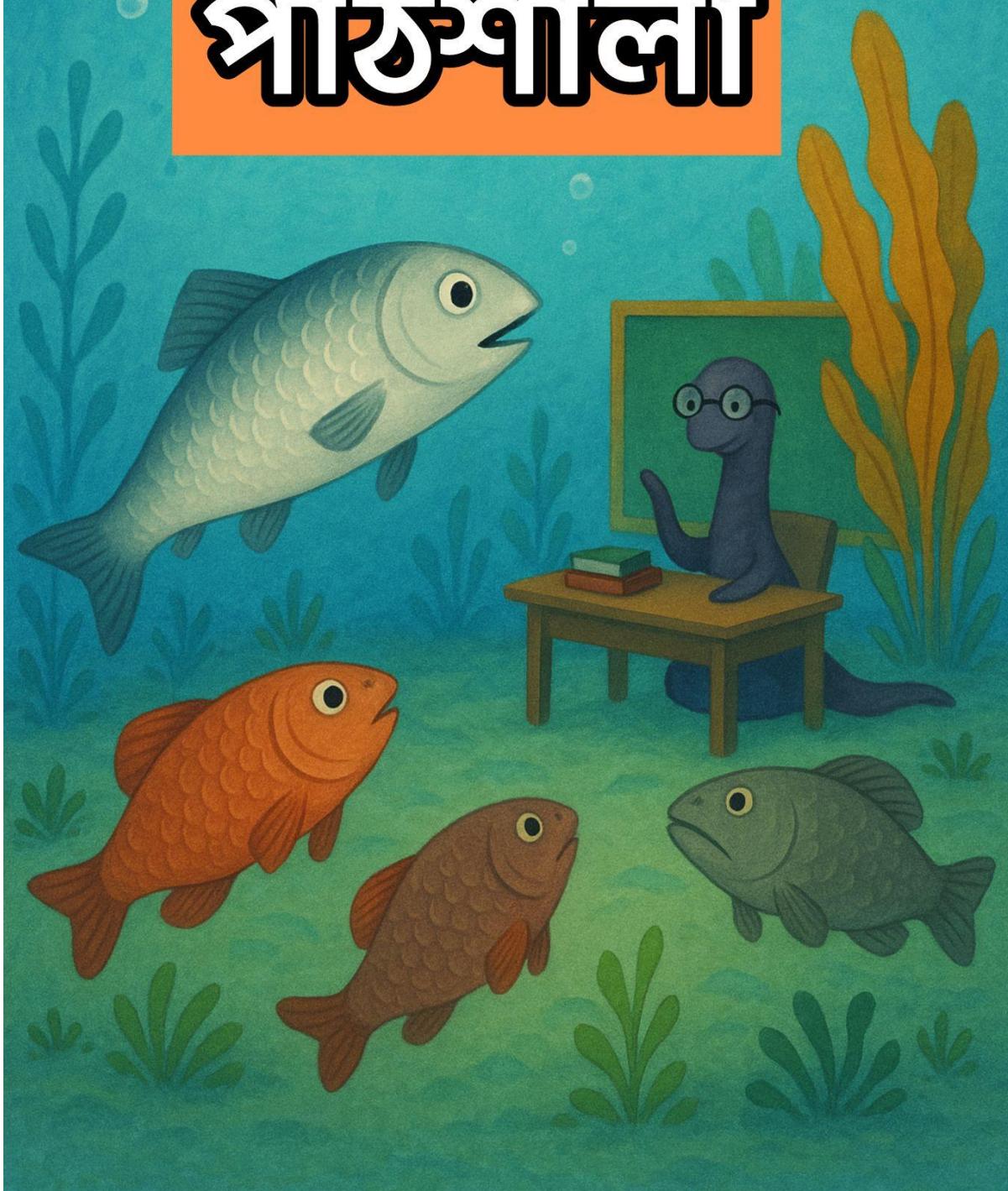
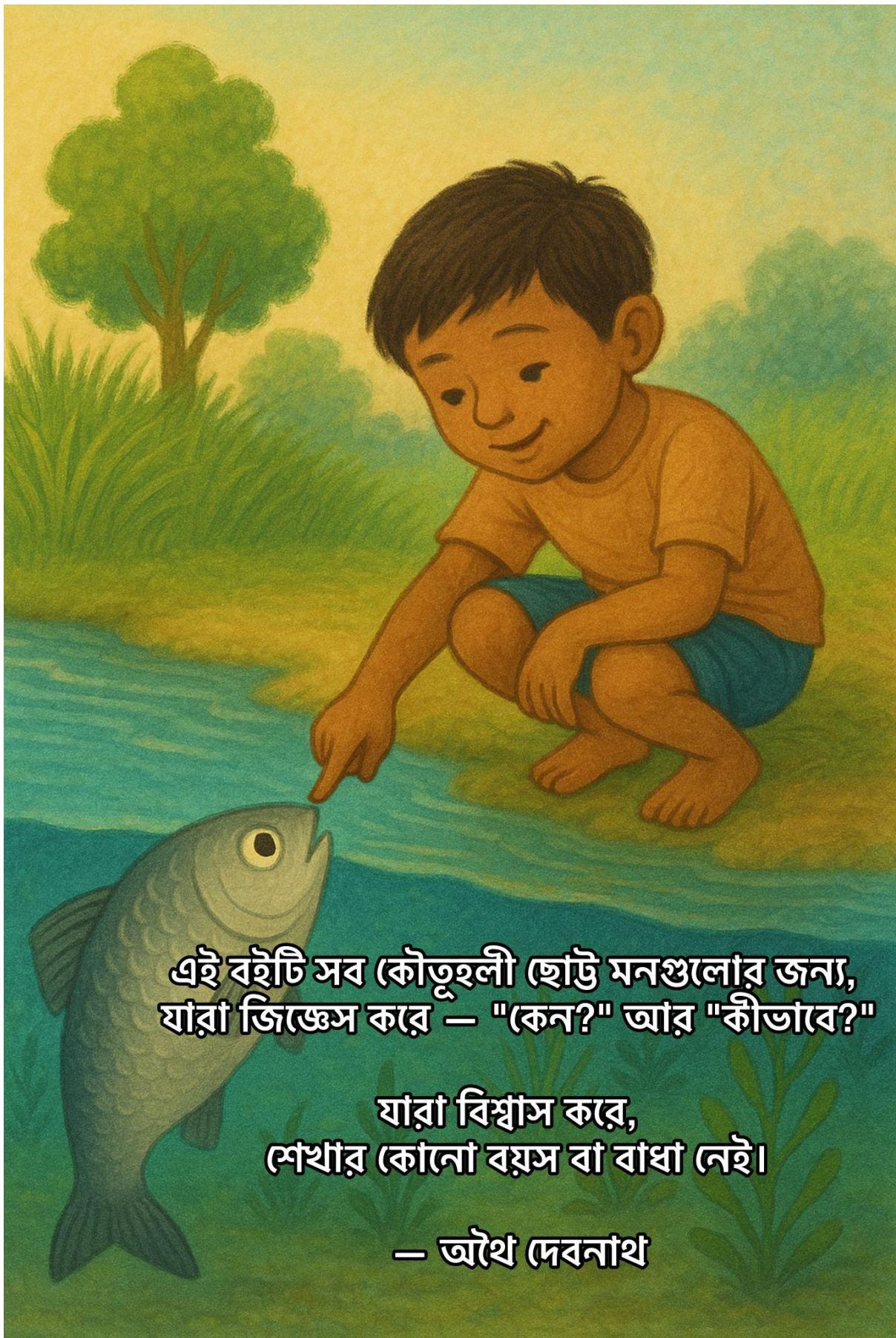


মাছদের

পাঠশালা

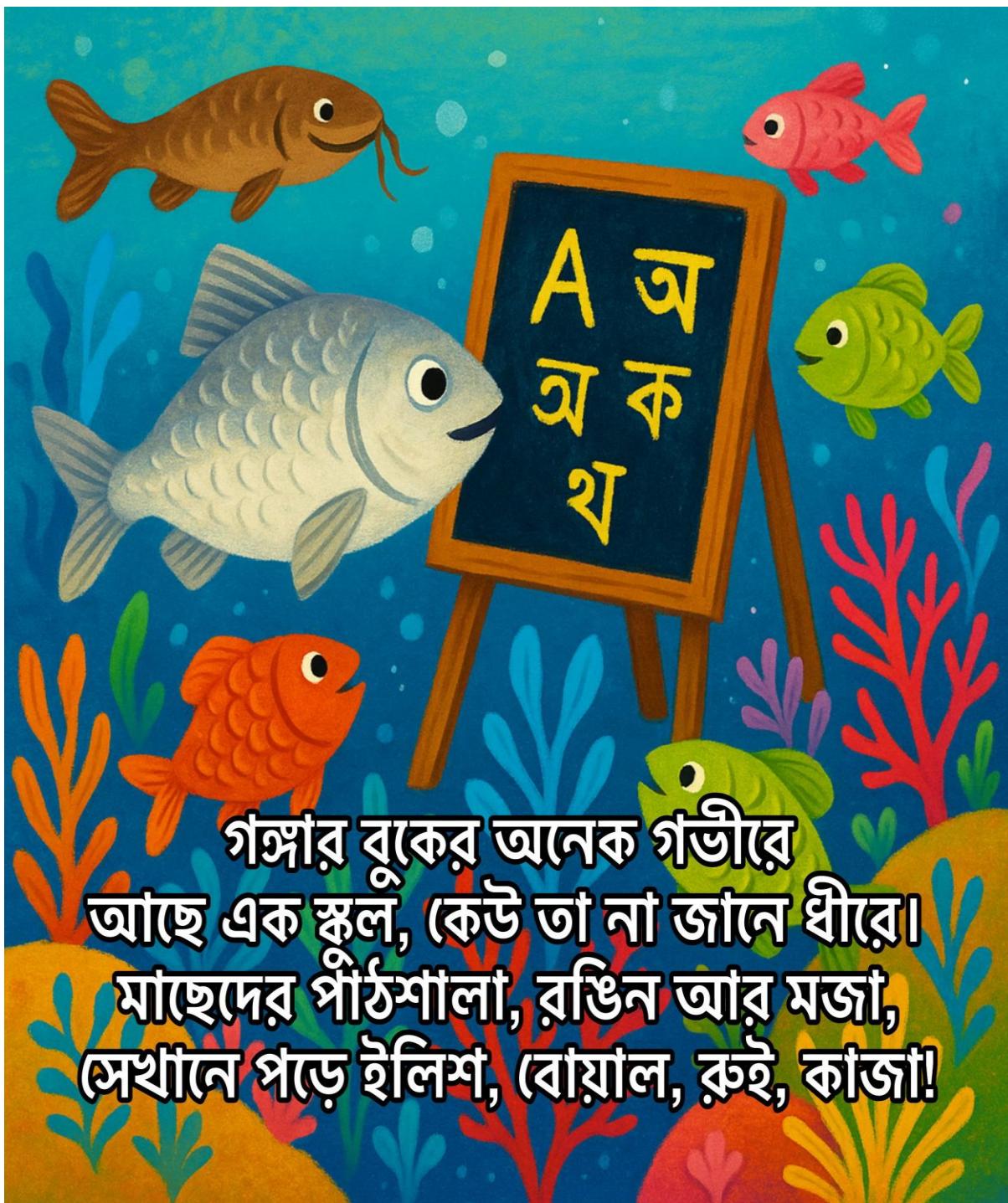




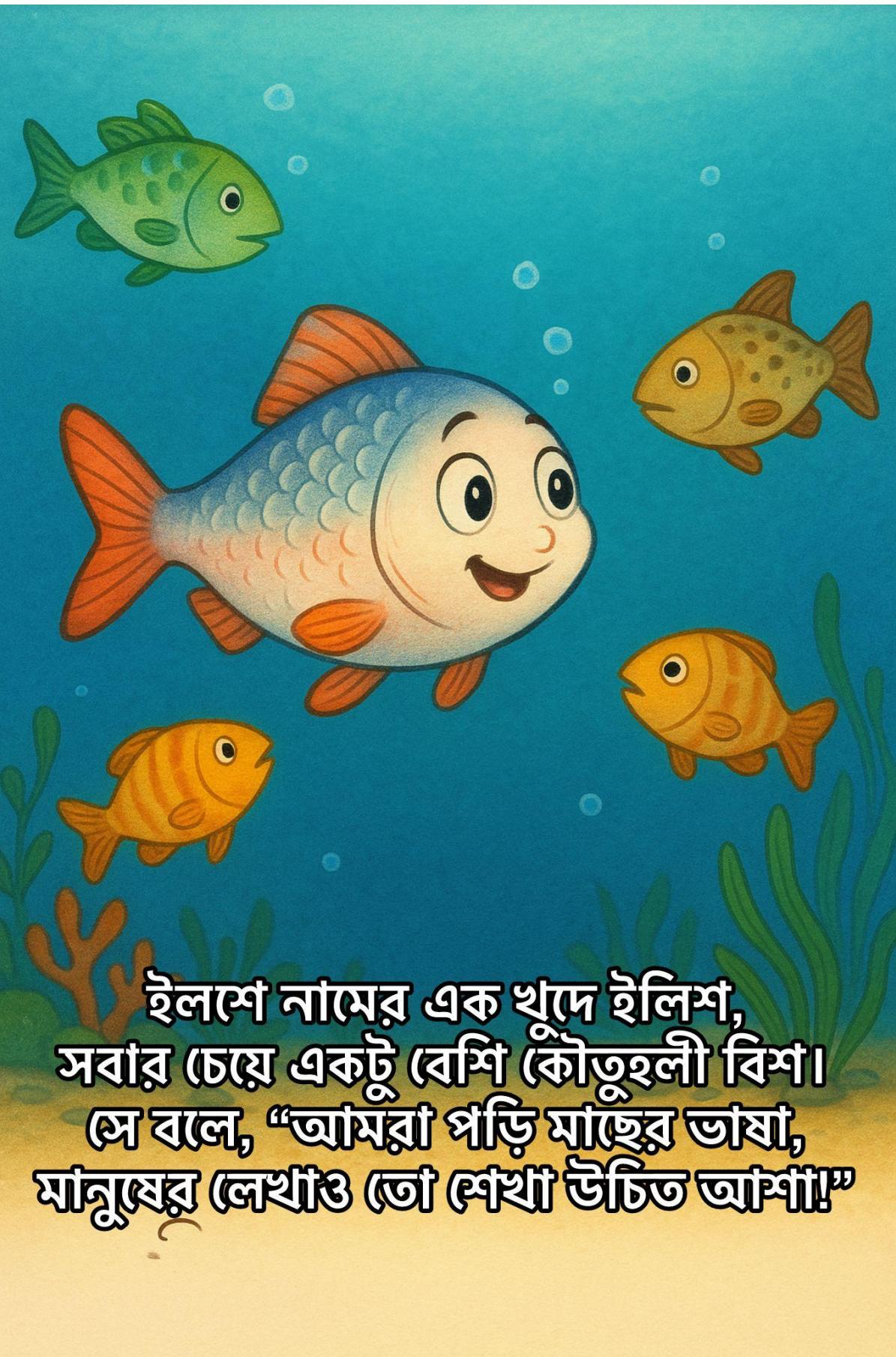
ଏହି ବହୁଟି ସବ କୌତୁଳୀ ଛୋଟ୍ ମନଗୁଲୋର ଜନ୍ୟ,
ଯାରା ଜିଜ୍ଞେସ କରେ — "କେନ?" ଆର "କୀଭାବେ?"

ଯାରା ବିଶ୍ୱାସ କରେ,
ଶେଥାର କୋନୋ ବୟସ ବା ବାଧା ନେଇ।

— ଅଈ ଦେବନାଥ



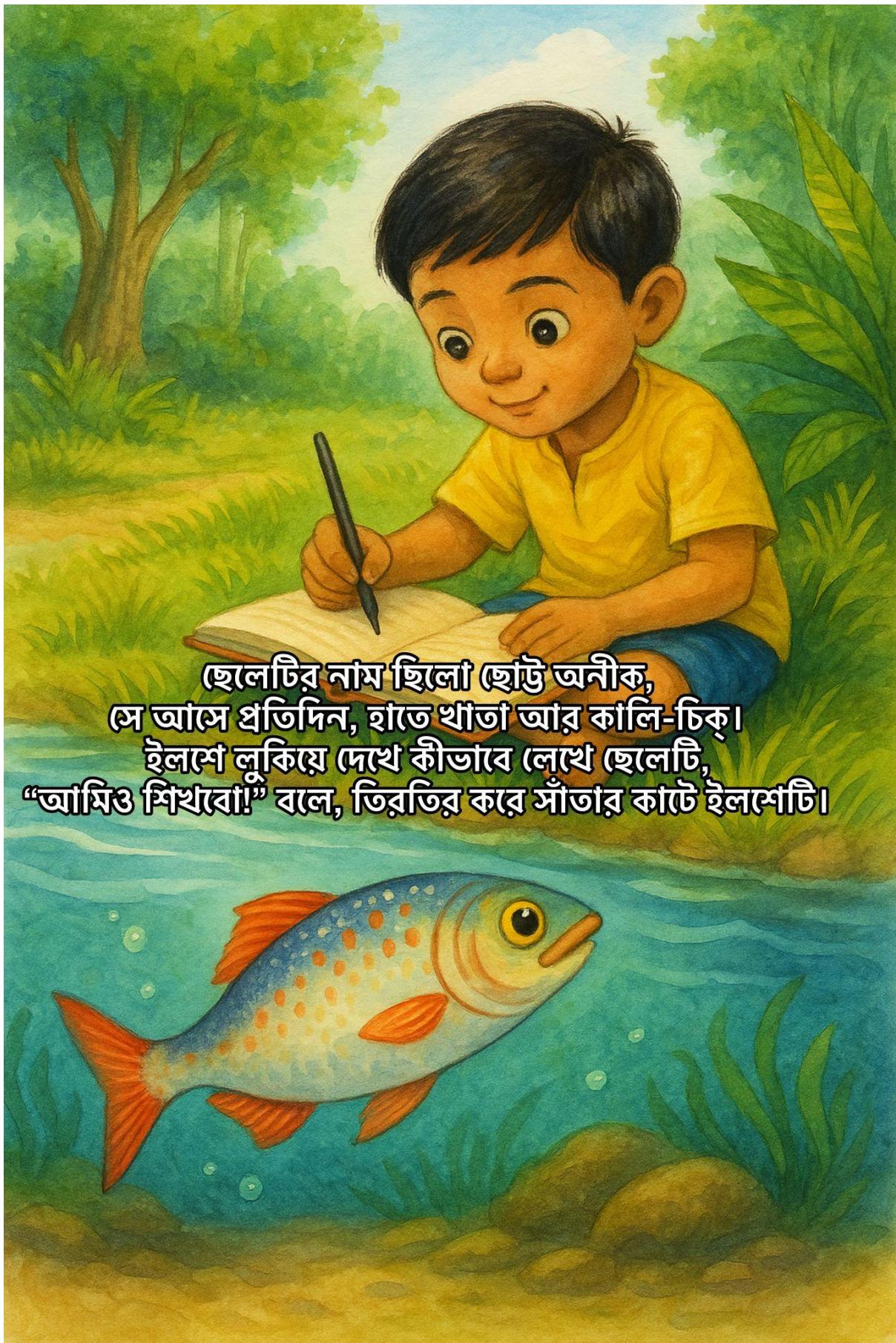
গঙ্গার বুকের অনেক গভীরে
আছে এক স্কুল, কেউ তা না জানে ধীরে।
মাছদের পাঠশালা, রঙিন আৱ মজা,
স্থানে পড়ে ইলিশ, বোয়াল, রুই, কাজা!



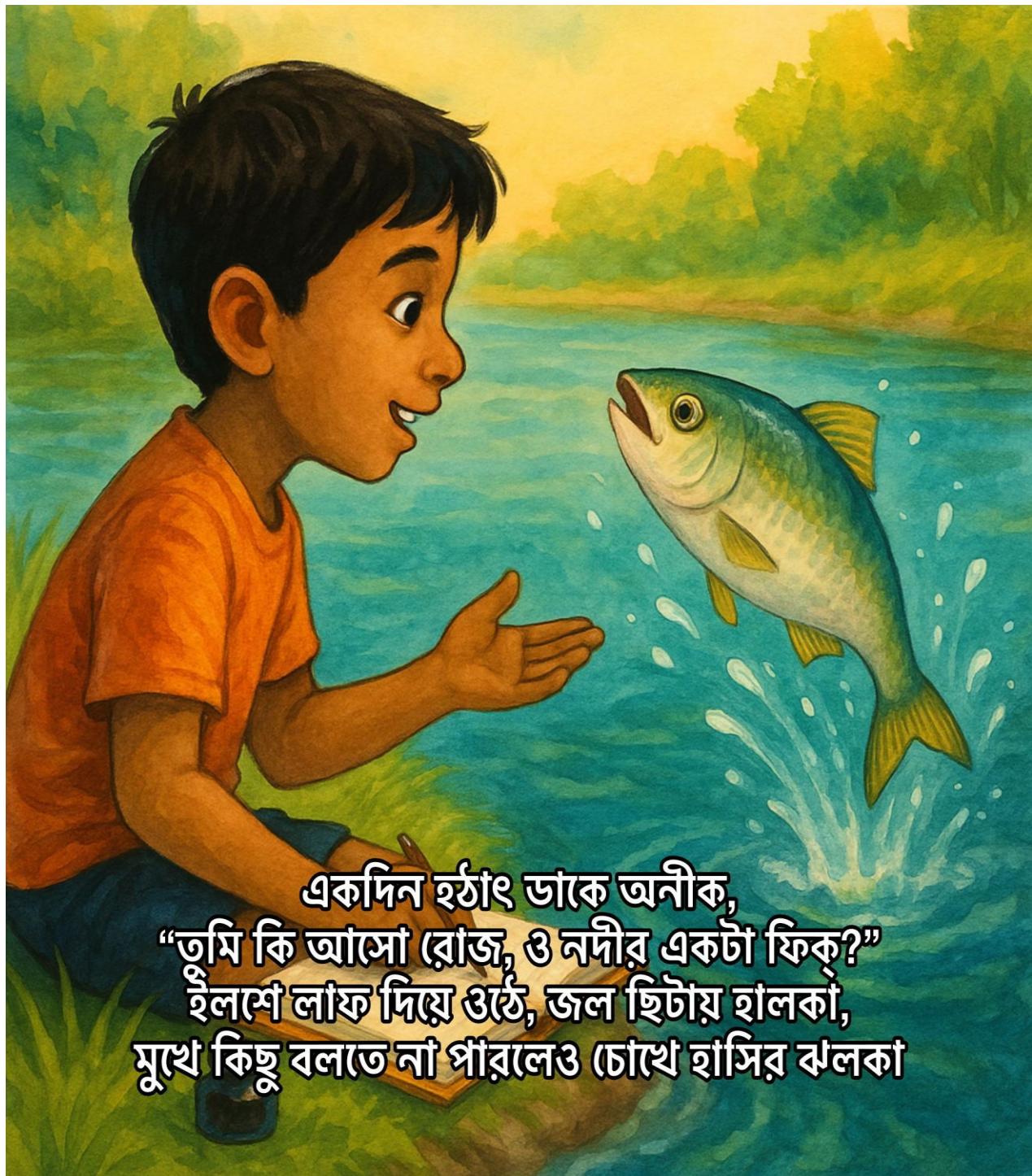
ইলশে নামের এক খুদে ইলিশ,
সবার চেয়ে একটু বেশি কৌতুহলী বিশ।
সে বলে, “আমরা পড়ি মাছের ভাষা,
মানুষের লেখা তো শেখা উচিত আশা!”



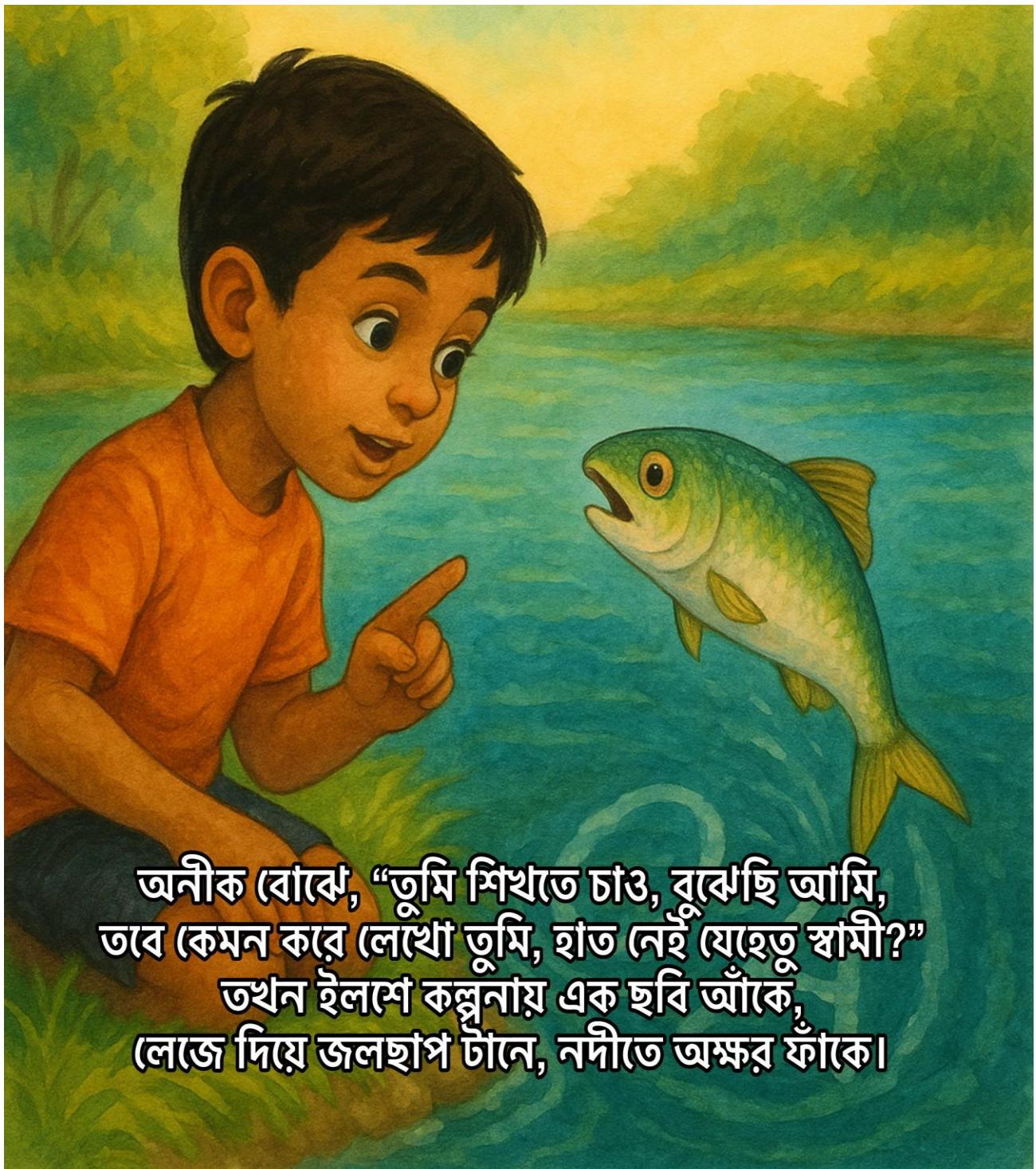
শিক্ষিকা কুচিয়া বললেন, “না না না,
মানুষের লেখা বুঝবে না তোমার ছানা-মনা!”
কিন্তু ইলশে জেদি, সে থামে না,
রোজ দেখে নদীর ধারে এক ছোট ছেলেটা।



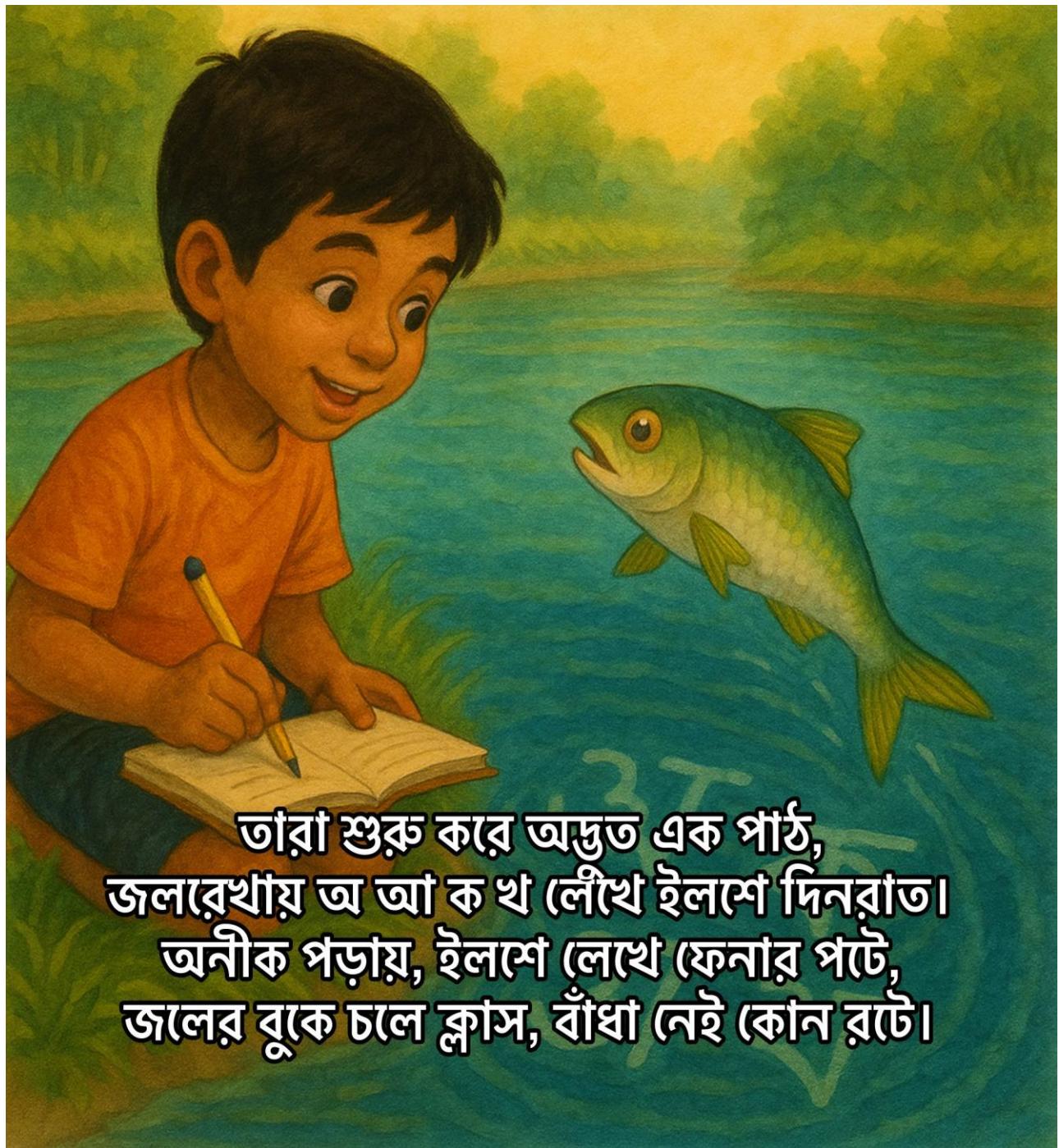
ছেলেটির নাম ছিলো ছোট্ট অনীক,
সে আসে প্রতিদিন, হাতে খাতা আর কালি-চিক্।
ইলশে লুকিয়ে দেখে কীভাবে লেখে ছেলেটি,
“আমিও শিখবো!” বলে, তিরতির করে সাঁতার কাটে ইলশেটি।



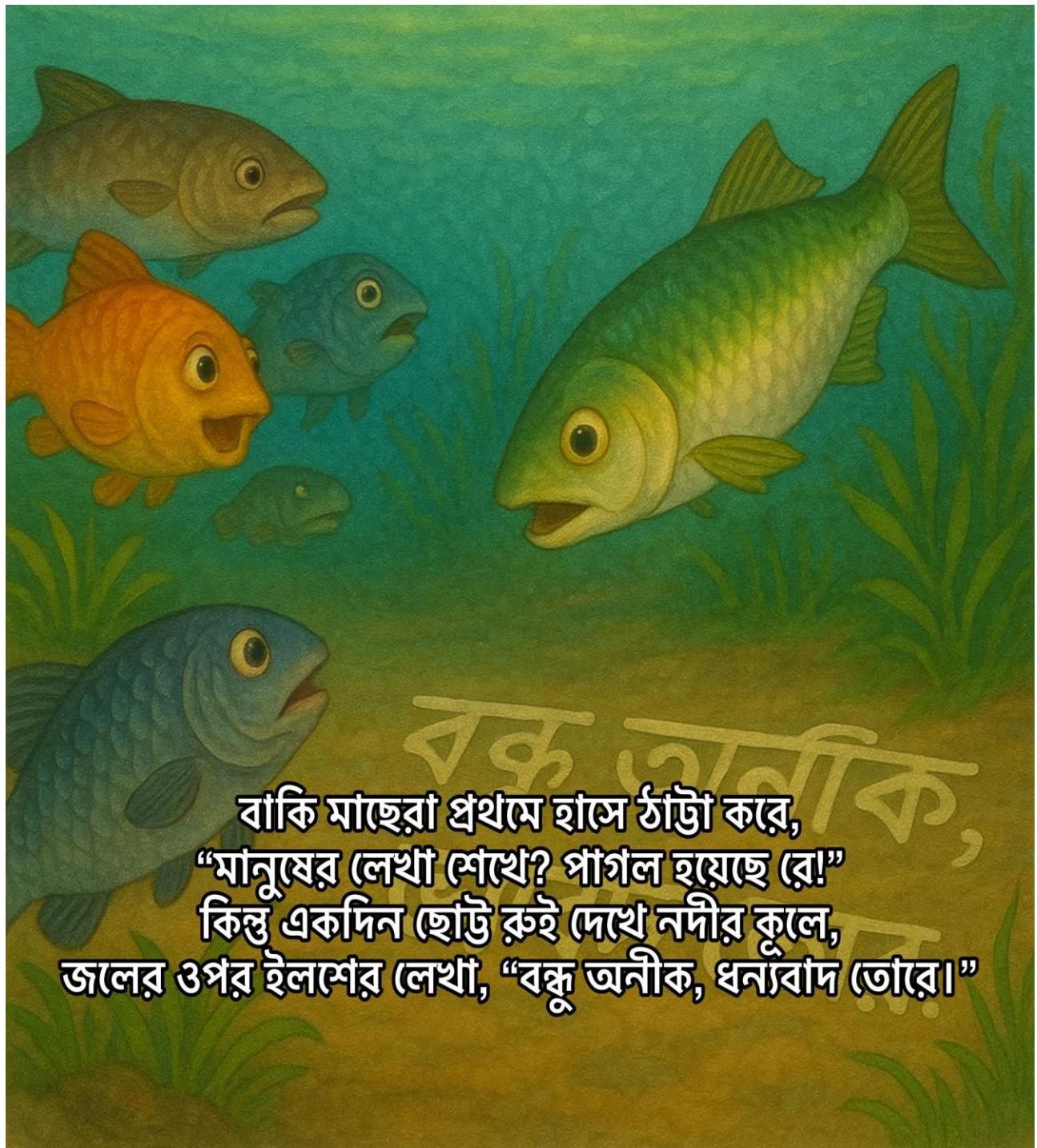
একদিন হঠাৎ ডাকে অনীক,
“তমি কি আসো ঘোজ, ও নদীর একটা ফিক্?”
হলশে লাফ দিয়ে ওঠে, জল ছিটায় হালকা,
মুখে কিছু বলতে না পারলেও চোখে হাসির ঘলকা

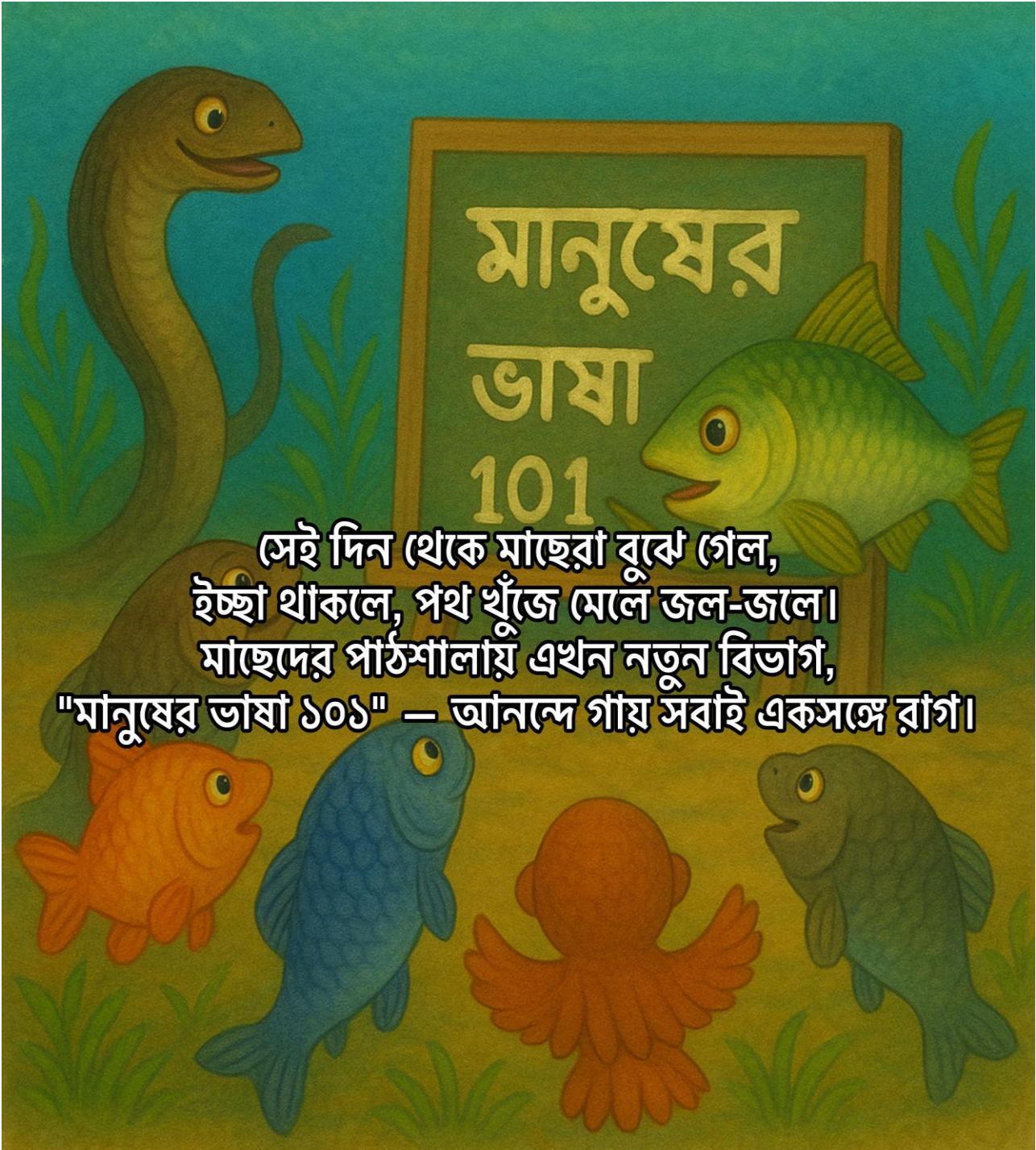


অনীক বোঝে, “তুমি শিখতে চাও, বুঝছি আমি,
তবে কেমন করে লেখো তুমি, হাত নেই যেহেতু স্বামী?”
তখন ইলশে কল্পনায় এক ছবি আঁকে,
লেজে দিয়ে জলছাপ টানে, নদীতে অক্ষর ফুকে।



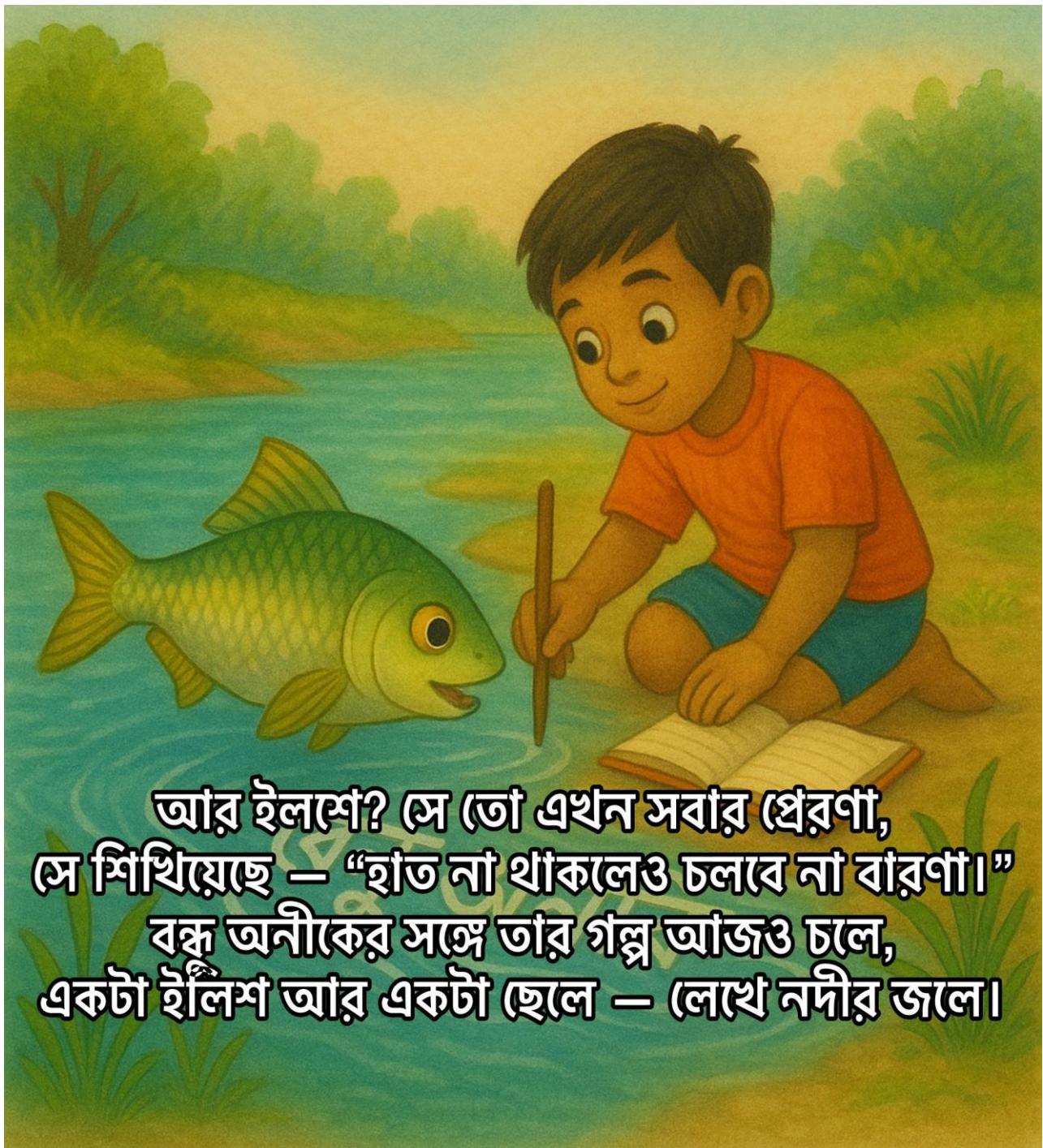
ତାରୀ ଶୁଣୁ କରେ ଅନ୍ତ୍ରତ ଏକ ପାଠ,
ଜଳରେଖାୟ ଅ ଆ କ ଥ ଲୈଖେ ଇଲଶେ ଦିନରାତ।
ଅନୀକ ପଡ଼ାୟ, ଇଲଶେ ଲୈଖେ ଫେନାର ପଟେ,
ଜଳେର ବୁକେ ଚଲେ କ୍ଲାସ, ବାଁଧା ନେଇ କୋନ ରାଟେ।





মানুষের ভাষা 101

সেই দিন থেকে মাছেরা বুঝে গেল,
ইচ্ছা থাকলে, পথ খুঁজে মেলে জল-জলে।
মাছদের পাঠশালায় এখন নতুন বিভাগ,
"মানুষের ভাষা ১০১" — আনন্দে গায় সবাই একসঙ্গে রাগ।



ଆର ଇଲଶେ? ମେ ତୋ ଏଥିନ ସବାର ପ୍ରେରଣା,
ମେ ଶିଖିଯେଛେ — “ହାତ ନା ଥାକଲେଓ ଚଲବେ ନା ବାରଣା।”
ବନ୍ଦ ଅନୀକେର ସଙ୍ଗେ ତାର ଗଲ୍ଲ ଆଜଓ ଚଲେ,
ଏକଟା ଇଲିଶ ଆର ଏକଟା ଛେଲେ — ଲେଖେ ନଦୀର ଜଳେ।



ଶ୍ରୀ